International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 41-48
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পিতৃদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সাজাহান ও King Lear : নবমূল্যায়ন

ফাখরুল ইসলাম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার, ভারত
সহ-শিক্ষক, কড়েয়া গভঃ স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Dwijendralal Roy was a famous Bengali poet, playwright and musician. His play 'Sajahan' is based on the life of the great Mughal emperor Shahbuddin Muhammad Khurram, well known as 'Shahjahan', a Persian word that means 'king of the world'. Shahjahan had four sons named Dara Shikoh, Shah Suja, Aurangzeb and Murd Baksh. Aurangzeb captured the throne by killing all his brothers and keeping his father in captivity at Agra fort until he died in 1666.

These facts are presented in Dwijendralal Roy's drama named 'Sajahan'. Dwijendralal Roy has perfectly presented the inner conflict of a father's heart and at the same time an emperor. He was deeply grieved of the fighting and killings of his son and thereupon his arrest by his own son. In short D. L. Roy has nicely depicted of the Mughal emperor Shahjahan's inner self his play 'Sajahan'.

This article expresses and reassesses the inner conflict of Shahjahan. This article is also a comparative study of play 'Sajahan' with 'King Lear' of William Shakespeare.

Key Word: Dwijendralal Roy, 'Sajahan', Inner Conflict, 'King Lear', Comparative Study.

> *"পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার*
> *হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও"।*[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে ধার করে এই উদ্ধৃতি চয়ন করলেও একথা শিশুপাঠ্য পড়ুয়ারাও জানে যে, কখনও, কোথাও কোনওদিন কোন মোঘল সম্রাট, অপরের জন্য নিজ হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করেনি। তা সত্ত্বেও এই উদ্ধৃতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তের, শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁদের শিল্পসাহিত্যে নিজ হৃদয় কুসুমকে অপরের কাছে প্রকাশ করে চলেছে, এই মোঘল সম্রাটদেরকে অবলম্বন করেই। ফলে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন শিল্পীর কলমে এই মোঘল বীর সম্রাটদের ঐতিহাসিক বিনির্মাণ ঘটে চলেছে। সাজাহান চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ঐতিহাসিক বিনির্মাণের ফসল।

সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের এক অনুপম সৃষ্টি। ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করে এমন ঐতিহাসিক মনবরসের স্ফূরণ বাংলা সাহিত্যের এক বিরল ঘটনা। 'সাজাহান' শব্দটি এসেছে পার্সীয়ান শাহজাহান থেকে। শাহ অর্থাৎ বিজেতা, জগৎ বিজেতা, অধীশ্বর। আর জাহান অর্থাৎ জগৎ। শাহজাহান শব্দের অর্থ জগতের অধীশ্বর বা বাদশা।

অথচ ইতিহাসে যে সাজাহানের সঙ্গে আমাদের আশৈশব পরিচয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানকে আমরা তার সঙ্গে মেলাতে পারি না। ইতিহাসের সাজাহান যিনি অসাধারণ বীর, যোদ্ধা, কূট কৌশলী, অসাধারণ তাঁর অনুমান শক্তি, দূরদৃষ্টি। যার ফলে তিনি পিতার তৃতীয় সন্তান হয়েও অগ্রজ ভ্রাতা কুমার খসরুকে, এমনকি তার অন্যান্য ভ্রাতাদের পরাজিত ও হত্যা করে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করেন। যার তরবারির বিদ্যুৎঝলকে আসমুদ্র হিমাচল থরহরি কম্প, সেই চেনা সাজাহানের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানের পার্থক্য বিস্তর। সাজাহান নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে সাজাহানের ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান তা নয়ত। তিনি বৃদ্ধ অসহায়, প্রৌঢ়। আসলে সাজাহানের যুবরাজ, বা তরুণ সম্রাটোচিত রূপের দ্যুতি অঙ্কন করেননি তিনি। আসলে বনরাজের সৌন্দর্য বনে, তাকে খাঁচাবন্দী করলে যেমন সে পোষমানা গৃহপালিত বনবিড়ালে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানও কতকটা খাঁচাবন্দী বনরাজের মত। দ্বিজেন্দ্রলাল আসলে সাজাহানের যৌবনমদে মত্ত তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষ নয়, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অস্তমিত প্রায়, বৃদ্ধের মূর্তি অঙ্কন করেছেন। নিজ পুত্রের কারাগারে বন্দী বৃদ্ধ সাজাহানের অসহায়তার ক্ষোভনম্র রূপটিই ধরা আছে 'সাজাহান' নাটকের ফ্রেমে।

পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের সর্বমোট একত্রিশটি দৃশ্যের মধ্যে মাত্র ছটি দৃশ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত রয়েছেন বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহান। ১/১, ১/৭, ২/২, ৪/৫, ৫/৩ এবং ৫/৬ দৃশ্যে। কিন্তু ভাবতে খুব আশ্চর্য লাগে যে নাটকের শিরোনামটি তারই নামে। ফলে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সমগ্র নাটক জুড়ে রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভাবে সম্রাট সাজাহানেরই পদচারণা। নাটকে প্রথম থেকেই দেখা যায় সাজাহান চরিত্রটি দ্বন্দ্ব মথিত চরিত্র। সাজাহান চরিত্রে নাট্যকার দুটি পরস্পর বিপরীত শক্তির সংঘাত প্রদর্শন করেছেন, একদিকে পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা আর অন্যদিকে কর্তব্য পরায়ন সম্রাট। এই দুই দ্বন্দ্ব আবর্তে পড়ে সাজাহান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। নাটকের একেবারে প্রথম থেকেই সাজাহানকে অতিমাত্রায় স্নেহকাতর করে দেখানো হয়েছে। পিতা সাজাহান কেবলই স্নেহান্ধে কর্তব্যচ্যুত হয়ে পড়েছেন। নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে পুত্র দারা এবং কন্যা জাহানারা পিতার উর্দ্ধে উঠে সম্রাটকে তাঁর রাজধর্ম স্মরণ করিয়ে দিলে সাজাহান বলেছেন – "আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন।"[২] তাই পুত্রদের অবাধ্যতার কথা শুনেও সাজাহান পুত্রস্নেহে এতটাই মোহান্ধ যে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে তিনি অসহায়। পিতা সাজাহানের বুক থেকে কেবল নিরুপায় আর্তনাদ ভাষা পেয়েছে –

"ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি। ওঃ![৩] একদিন যে পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে সাজাহান তাঁর পুত্রদের বিদ্রোহকে ক্ষমা করেছে, এমনকি পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েও তাদের শাস্তি দিতে চাননি –

"কাজ নেই দারা। তারা রাজধানীতে আসুক ;
আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো।"[৪]

কিন্তু সেই পুত্রদের মধ্যে যখন এক পুত্র ঔরঙ্গজেব পিতৃস্নেহের এই প্রতিদানের চরম অপব্যবহারে করেছেন, আর সেখানেই সাজাহান পিতা হিসাবে, সম্রাট হিসাবে, একজন মানুষ হিসাবে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বলা যেতে পারে এখান থেকেই সাজাহানের জীবনে ট্রাজেডি শুরু হয়েছে।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহান সন্দেহ নেই। তিনি ভারত সম্রাট ফলে অতুল ঐশ্বর্য, শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই বীর ক্ষমতার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষে অবসর প্রান্তে উপনীত হয়ে তাঁর অসুস্থতার সুযোগে তার পুত্রদের মধ্যে যে বিশ্বাসঘাতকতা তৈরী হয়েছে তা যেন তাঁর নিজের পূর্ব জীবনের অভিশাপ হয়ে আছড়ে পড়েছে। পিতা জাহাঙ্গীরকে শেষ বয়সে যদিও তাঁর মতো বন্দী হয়ে অসহায় ও করুণ জীবন যাপন করতে হয়নি। পুত্র দারাকে যুবরাজ পদে অভিষেক ঘটিয়ে যে নিশ্চিত জীবন যাপনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, ঔরঙ্গজেব-মোরাদ-সুজারা তা ভেঙ্গে চুরমার

করে দিয়েছে। জীবনের শেষ কয়েক বছর জাহানারার সাহচর্যে এক অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হয়েছে। মূলতঃ রাজকার্য, সম্রাট সত্তা ও পুত্রস্নেহের দ্বন্দ্বে তাঁর হৃদয়ের যে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা তারই সুযোগ নিয়েছে ঔরঙ্গজেব। তাঁর চরিত্রের মূল বিপর্যয়ের কারণই হল সেটি। তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই তাকে ট্রাজেডির নায়কে পরিণত করেছে। অত্যাধিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে শ্রেয় ও প্রেয় বোধে বিপর্যস্ত হয়ে কর্তব্য ও অকর্তব্যকে তিনি এক করে ফেলেছেন। পিতৃসত্তা ও সম্রাট সত্তার দ্বন্দ্বের কারণেই তিনি বিদ্রোহ দমন করার জন্য দারাকে পাঞ্জা প্রদান করে বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছেন। আবার অন্যদিকে সেনাপতিদের গোপন নির্দেশ দিয়েছেন যুদ্ধ না করে সন্ধি করার জন্য। ফলে এই যে বৈপরীত্য তা বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাঁর নিজেরই দিকে। একদিকে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে দারা পরাজিত, ঔরঙ্গজেব কপট - ধূর্ত - মিথ্যাবাদী। অন্যদিকে পিতৃ-হৃদয় উদ্ধত বিজয়ী পুত্রকে বরণ করে নিতেও ব্যাকুল, পিতৃ হৃদয় যেন পুত্রের বীরত্বে, শৌর্যে, বিচক্ষণতায় স্ফীতোদর। ফলে একদিকে প্রিয় পুত্র দারারা পরাজয়ে এবং পুত্রদের বিদ্রোহে তাঁর হৃদয়, মন প্রাণ দুমড়ে মুচড়ে খান খান হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিদ্রোহী পুত্রের বিজয়ে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এই যে নিজের সঙ্গে নিজেরই দ্বন্দ্ব, এই যে বহিঃমনের সঙ্গে অন্তঃমনের টানাপোড়েন - তারই প্রতিক্রিয়ায় সাজাহানের বীর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে এবং তাঁর জীবনে ট্রাজেডি নেমে এসেছে।

অন্যদিকে আবার যখন পুত্রদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সমস্ত মোঘল সৈন্য পরাজিত হয়েছে, তখন স্নেহে বশ করার একান্ত আশা নিয়ে উদ্ধত পুত্রের বীরত্বে গর্ব অনুভব করেছেন। এমনকি স্নেহদৌর্বল্যের কারণেই তিনি ঔরঙ্গজীবের সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করে নির্বিরোধে দূর্গদ্বার খুলে দিয়েছেন। কিন্তু কৃতঘ্ন ও নির্মম পুত্র ঔরঙ্গজীব সমস্ত শ্রদ্ধা - ভালোবাসা ভুলে গিয়ে পিতাকে বন্দী করেছে। ফলে ঔরঙ্গজীব এখানে একই সঙ্গে পিতা ও সম্রাট দুজনকেই আঘাত হেনেছে। বন্দী সাজাহান, পৌত্র মহম্মদের কাছে প্রার্থনা করেছেন তাকে মুক্তি দিতে। তাকে প্রলোভন দেখাতেও পিছপা হয়নি সাজাহান। কিন্তু মহম্মদ কিছুতেই তার পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে চায়নি। এখানে কি সুন্দর অথচ বীভৎস একটি ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেছে। একজন পিতা (সাজাহান) পুত্র (ঔরঙ্গজীব) দ্বারা বন্দী, চরম লাঞ্ছিত। অথচ সেই পুত্রই পিতা (ঔরঙ্গজীব) হিসাবে কি আদর্শবান। পুত্রের কাছে দেবতা স্বরূপ। তাঁর আজ্ঞা, নির্দেশ - দৈব নির্দেশ স্বরূপ। কি অদ্ভুত আশ্চর্য বৈপরীত্য।

সাজাহান মোগল দূর্গের পতনের জন্য যে আংশিক দায়ী বন্দীদশায় তা নিজেই স্বীকার করেছেন -

> *"সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ আমি এ স্বপ্নেও ভাবিনি।"*[৫]

ফলে একথা আমাদের স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে সাজাহানের পতনের জন্য দায়ী তাঁর নিজেরই চরিত্রগত ত্রুটি, বিচার বিভ্রম, অতিরিক্ত পুত্রস্নেহ। বন্দী সাজাহানের কী করুণ দৃশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল ফুটিয়ে তুলেছেন। কেশরী যদি জালে জড়িয়ে যায় তবে তার যে অসহায় করুণ অবস্থা হয়, সাজাহানের অবস্থাও হয়েছে তদ্রুপ। পুত্রের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে বন্দী সাজাহান রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে ফেটে পড়তে চেয়েছেন শতধা হয়ে -

> *"ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে তোমরা তাকে পদাঘাত করে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান।"*[৬]

ফলে এই অসহায়তা, তাকে এক চরম উন্মাত্তর দিকে ঠেলে দিয়েছে ক্রমশঃ এই প্রথম যেন সাজাহান বাস্তবের মাটিতে পদার্পণ করেছেন। প্রবল প্রতাপাদিত্য ভারত সম্রাট আজ সর্বরিক্ত, অসহায়, পুত্রের হাতে বন্দী। এখান থেকেই সম্রাট সাজাহানের হৃদয়ে রক্তক্ষয়িত অশ্রুপাতের শুরু। পিতা সম্রাট জীবিত থাকতেও পুত্র সিংহাসনে বসছে - এটা মেনে নেওয়া সাজাহানের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সাজাহান নিজের অসহায়

অবস্থা নিজেই বুঝতে পারে। তিনি খাঁচাবন্দী ব্যাঘ্রের ন্যায় নিস্ফল গর্জন করতে থাকেন। একের পর এক পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তিনি নিজের জগৎ তো বটেই সমস্ত জগৎ সংসারের ধ্বংস চান –

"ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে
এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙে খান খান করে ফেল।"[৭]

আসলে বন্দী সাজাহান কারান্তরালে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাজাহান মেনে নিতে পারছেন না, তিনি পুত্রের হাতে বন্দী। ভারত সম্রাট সাজাহান নিজের সৃষ্ট কারাগারে, নিজের সৃষ্ট রাজ্যে আজ নিজেই বন্দী। মেনে নিতে পারছেন না তিনি, যে ঔরঙ্গজীব তার হুঙ্কারে মাটির নীচে সেঁধিয়ে যেত সেই ঔরঙ্গজীবের হাতে তিনি বন্দী। অথচ আমীর, ওমরাহ, মন্ত্রীরা পর্যন্ত নীরব, ঈশ্বর পর্যন্ত তার এই অসহায় অবস্থা দেখে ভাষাহীন। প্রজাগণ কি করে সহ্য করছে এ দৃশ্য, কেন তারা ঔরঙ্গজীবের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে না। এত অন্যায় সত্ত্বেও বসুন্ধরা কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে না। এ সকল আত্মবিক্ষোভ প্রতিনিয়ত সাজাহানের বন্দী জীবনকে তাড়া করেছে। প্রতিনিয়ত সাজাহান ভেবেছেন এই বুঝি কোন মিরাক্যাল ঘটবে। তার মুক্তি মিলবে। কেননা রাজনীতিতে প্রতিনিয়ত মত বদলায়, সিদ্ধান্ত বদলায় ফলে তাঁর মনে হয়েছে এই বুঝি তাঁর নিয়তি তাঁকে রক্ষা করবে। এই বুঝি তাঁর মুক্তি মিলবে – একথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে নিজেই সে অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন, নিজের অজান্তেই কখন যেন সে অস্বাভাবিক আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটা সময় বেঁচে থাকাটাই তার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়েছে। প্রিয় পুত্র দারার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে অথচ সম্রাট সাজাহান তাকে রক্ষা করতে অসমর্থ। এ অসহায়তা তাঁর জীবনের চরম ট্র্যাজেডি এনে দিয়েছে। সাজাহান বুঝতে সমর্থ হয়েছে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন – অথচ কি অসহায় তিনি। পৌত্রি (দারা কন্যা) জহরৎকে বিয়ে না করার পরামর্শের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সাজাহান মানসিকভাবে বিপর্যস্ত – কিন্তু জড় – জীবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে পড়েননি। এমনকি সাজাহান যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুত্র হাতে বন্দী ছিলেন এবং তাঁর কন্যা জাহানারা সাজাহানের সেবা যত্ন করতেন, একথা ঐতিহাসিক সত্য। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ঐতিহাসিক truth-কেই মানবরসে নিমজ্জিত করে পরিবেশন করেছেন।

সাজাহানের চূড়ান্ত ট্র্যাজিক মূহুর্তটি প্রকাশিত হয়েছে জহরতের বক্তব্যে –

"জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে! উঃ বড় করুণ।"[৮]

সাজাহানের এই অন্তিম দৃশ্য বড়ই করুণাঘন, এর থেকে যেন মৃত্যু তাঁর শ্রেয়। একমাত্র মৃত্যুই সাজাহানকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এরূপ চিন্তায় নাট্যদর্শক-পাঠক যখন দোলায়িত, ঠিক তখনই নাটকের অন্তিম দৃশ্যে ঔরঙ্গজীব নাট্য ক্রিয়ায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করে সাজাহানের কাছ থেকে ক্ষমা মার্জনা চেয়ে নিয়েছে। বলাবাহুল্য সাজাহান ঔরঙ্গজীবকে ক্ষমা করেছে এবং নাট্য ক্রিয়ার যবনিতা পতন ঘটেছে। সাজাহানের এই ক্ষমা দৃশ্যকে নাট্যসমালোচকরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে এত অন্যায় অত্যাচারের পরে সেই পুত্রকে ক্ষমা করার মত কাজ সাজাহানের পক্ষে কখনই গর্হিত হতে পারে না। ফলে নাটকটির মূল ট্র্যাজিক রস ক্ষুন্ন হয়ে নাটকটি Melo Drama-য় পরিণত হয়েছে বলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যের বহু সমালোচক মনে করেন। কিন্তু না, কেননা সাজাহানের সম্রাট সত্তার গৌরব লুণ্ঠন করেছে প্রিয় পুত্র ঔরঙ্গজীব বহুপূর্বে। ফলে এখন সাজাহানের কাছে অবশিষ্ট কেবলই পিতৃসত্তা, কিন্তু নাট্য শেষে এসে সেই পিতৃসত্তা আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে সাজাহান তার মৃত পুত্রত্রয় – দারা, সুজা ও মোরাদের পিতা এবং অন্যদিকে তাদের হত্যাকারী ঔরঙ্গজীবেরও পিতা। ঔরঙ্গজীব যে তাঁর তিন পুত্রের হত্যাকারী – একথা সাজাহান মনেপ্রাণে কখনও ভুলতে পারেননি। তেমনি একথাটিও তাঁর মনেপ্রাণে সদা ভাস্মর যে, ঐ মৃত পুত্ররা আর কখনই ফিরে আসবে না, ঔরঙ্গজীব তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র; শেষ

স্নেহ আশ্রয়। ফলে একদিকে দারা, সুজা, মোরাদের পিতা সাজাহান যিনি পুত্রদের হত্যালীলায় গভীরভাবে মর্মাহত, বেদনাদীর্ণ, আবার অন্যদিকে সেই পুত্রদের হত্যাকারী ঘাতক ঔরঙ্গজীবের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ-প্রেম-মমতা। পুত্রের পাণ্ডুর মুখমণ্ডল, শীর্ণ দেহ দেখে তাঁর হৃদয় থেকে স্নেহবাৎসল্য সুধা গদগদ করে উঠেছে –

> *"কথা কস্‌নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি?"*[৯]

পরক্ষণেই এতদিন ধরে পুত্রের জন্য সাজাহানের যে দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণা তার চিত্রও তিনি গোপন রাখতে পারেননি –

> *"হারে বাপের মন! এতদিন ধরে তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে এইটুকুর জন্য আরাধনা কচ্ছিলি! এক মূহুর্তে এই ক্রোধ জল হয়ে গেল।"*[১০]

তাই এই ঔরঙ্গজীবকে ক্ষমা করে সাজাহানের চরিত্রের ট্র্যাজিক সংবেদন মোটেই হ্রাস করেনি। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তা'হল সমগ্র নাটকে কোথাও মমতাজের শারীরিক উপস্থিতি না থাকলেও মমতাজের প্রতীক হিসাবে তাজমহল রয়েছে। সাজাহান সেই তাজমহলের পানে চেয়ে যেন মমতাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এখানেও ক্ষমা দৃশ্যে সাজাহান একা ক্ষমা করেননি ঔরঙ্গজীবকে। মমতাজ ও সাজাহানের যুগ্ম সত্তা করেছে।

তাহলে বোঝা গেল কেবল সাজাহান নয়, মমতাজ ও সাজাহানের মিলিত সত্তা ঔরঙ্গজীবকে ক্ষমা করেছে। তাই এই ক্ষমা দৃশ্য 'সাজাহান'কে Melo Drama তো করেইনি বরং এত অত্যাচারী নৃশংস পুত্রকে ক্ষমা করার মধ্যে পিতৃ হৃদয়ের ঔদার্যতার মাঝে যে হৃদয় মোচড়ানো করুণ দৃশ্য তা পাঠক-দর্শকের মধ্যে pity ও fear জাগ্রত করে সাজাহান চরিত্রটিকে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মহিমা দান করেছে।

'সাজাহান' নাটকটি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি নাটকের গোত্রীয় এবং সাজাহান চরিত্রটি রাজা লীয়রের অনুরূপ বলে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা মনে করেন। আসলে 'King Lear' ট্র্যাজেডি নাটকের এমন একটি মাইলস্টোন যে, পৃথিবীর যতগুলি ভাষায় পুরুষ চরিত্র কেন্দ্রীক ট্র্যাজেডি রচিত হয়, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই রাজা লীয়রের ছায়া দেখেন সেই ভাষার নাট্যসমালোচকরা। আর তাছাড়া বাঙালী পাঠক মনের পাশ্চাত্য বিলাসিতা সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সাদৃশ্য খোঁজার আত্মরতিতে বাঙালী পাঠক চিরকালই তৃপ্ত। ব্যতিক্রম ঘটেনি সাজাহান চরিত্রের ক্ষেত্রেও। এখন দেখা যাক দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান চরিত্রটি কোথায় রাজা লীয়রের সঙ্গে মিলে যায়। আর অমিলই বা কতটুকু।

প্রথমেই দেখা যাক, দুটি নাটকের কাহিনী বিন্যাস ও গঠনরীতি। 'King Lear' নাটকের পাঁচটি অঙ্কের মোট ২৬টি দৃশ্যের মধ্যে ১০টি দৃশ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছেন রাজা লীয়র। অন্যদিকে 'সাজাহান' নাটকের ৩১টি দৃশ্যের মাত্র ৬টি দৃশ্যে সাজাহানকে দেখা যায়। তালিকাটি এরূপ—

'King Lear' নাটক		**'সাজাহান' নাটক**		
রাজা লীয়রের উপস্থিতি	মোট দৃশ্য	অঙ্ক	মোট দৃশ্য	সাজাহানের উপস্থিতি
প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম দৃশ্যে	৫টি	প্রথম	৭টি	প্রথম এবং সপ্তম দৃশ্যে
চতুর্থ দৃশ্যে	৪টি	দ্বিতীয়	৫টি	দ্বিতীয় দৃশ্যে
দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ দৃশ্যে	৭টি	তৃতীয়	৬টি	অনুপস্থিত
ষষ্ঠ এবং সপ্তম দৃশ্যে	৭টি	চতুর্থ	৭টি	পঞ্চম দৃশ্যে
তৃতীয় দৃশ্যে	৩টি	পঞ্চম	৬টি	তৃতীয় ও ষষ্ঠ দৃশ্যে

তাহলে কাহিনী বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে সাজাহানকে—

"চলমান ঘটনার নিরুপায় দ্রষ্টা, শক্তিমান স্রষ্টা নহেন।"[১১]

না বলে Back Stage দর্শক বললেই বোধহয় ভাল করতেন অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়। রাজা লীয়র যেখানে প্রতিটি অঙ্কে কাহিনীতে উপস্থিত থেকে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কর্মযোগ সুনিশ্চিত করেছে। সেখানে সাজাহান মাত্র ৬টি দৃশ্যে উপস্থিত। কেবল তাই নয়, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পর দীর্ঘ ১৩টি দৃশ্যে সাজাহান অনুপস্থিত থেকে 'সাজাহান' নাটকের কাহিনীতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কেবল তাই নয়, নাট্যকাহিনীতে 'King Lear' নাটকে গ্লষ্টার-এডগারের পিতা-সন্তানের কৃতজ্ঞতার একটি উপকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যার বিপ্রতিপত্তায় লীয়রের কন্যাদের কৃতঘ্নতার ছবিটি আরও স্ফুটোজ্জ্বল হয়েছে। এরূপ কোন উপকাহিনী নির্মাণ করেননি নাট্যকার 'সাজাহান' নাটকে। গনেরিল, রিগ্যানরা তাদের পিতার প্রতি যে নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করেছেন, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানের উপর তার পুত্র ঔরংজীব, মোরাদ, সুজারা এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেননি। মহম্মদ পর্যন্ত তার পিতামহের উপর কোন কটূবাক্য প্রয়োগ করেনি। আর তাছাড়া সাজাহানের সঙ্গে মাত্র দুটি দৃশ্যে একবার মহম্মদ, আর একবার ঔরংজীবের সাক্ষাৎ ক্রিয়া ঘটেছে। কিন্তু লীয়রের নৃশংস কন্যাদের সঙ্গে প্রতিমূহুর্তে নাট্যক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। 'King Lear' নাটকে কর্ডেলিয়াকে বঞ্চিত করে গনেরিল, রিগ্যালদের সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন লীয়র। কিন্তু দারাকে বঞ্চিত করে ঔরংজীবকে সম্পত্তি দান করেনি সাজাহান। দুটি নাটকের কাহিনী ও ঘটনাগত পার্থক্য বিস্তর।

এছাড়াও দুটি নাটকের নামকরণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শেক্সপীয়রের নাটকের নাম 'King Lear' অর্থাৎ লীয়রের প্রথম পরিচয় তিনি আগে রাজা, পরে পিতা বা অন্য সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের নামকরণ 'সম্রাট সাজাহান' নয়, কেবলই 'সাজাহান'। অর্থাৎ সম্রাট বা রাজধর্ম সাজাহানের একটা profession মাত্র। সমগ্র নাটকেও সাজাহানের কোথাও কোনও সম্রাটসত্তার কর্মকুশলতা দেখা যায় না। তাহলে সাজাহানের পড়ে রইল পিতৃসত্তা। লীয়রের সঙ্গে সাজাহানের প্রধানতম পার্থক্য এটিই। একজনের রয়েছে সম্রাটসত্তার প্রাধান্য, অপরজনের পিতৃসত্তার। সম্রাট লীয়রের তাই একের পর রাজ সিদ্ধান্ত Error of Judgment হয়ে রাজা লীয়রের চরিত্রকে জটিল করে তুলেছে। তাই সাজাহান চরিত্র অপেক্ষা লীয়র চরিত্রের গভীরতা অনেক বেশী।

তাহলে দেখা গেল সমালোচক প্রবর নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে লীয়রের সঙ্গে সাজাহানের আভ্যন্তরীন নয়, এই বাহ্যিক সাদৃশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন –

"উভয়ই রাজা, জরাগ্রস্ত, রাজ্যভ্রষ্ট এবং সন্তানগণের নিষ্ঠুর আচরণে মর্ম্মাহত।"[১২]

নাটক দুটি পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যে বহিরঙ্গগত সাদৃশ্য নাটক দুটিতে চোখে পড়ে তাহল দুজনেই জরাগ্রস্ত, প্রৌঢ়, ঘটনার অভিঘাতে আহত, সন্তানের কৃতঘ্নতায় মর্মাহত। সাজাহান বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তার পুত্র ঔরংজীব যে কিনা সাজাহানের হাতের তলোয়ার দেখে মাটিতে সেঁধিয়ে পড়ত, সেই কিনা তাকে বন্দী করেছে। নিজের প্রতি নিজেরই সংশয় এসে পড়েছে। অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট সাজাহানের মধ্যে দেখা দিয়েছে—

"এ কি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে?"[১৩]

নিজের এই পরিচয় সংশয়তার মধ্যে লীয়রকেও পড়তে হয়—

"Does any here know me? This is not Lear.
Does Lear walk thus? Speak thus?
Where are his eyes?"[১৪]

এবং লীয়র শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তিনিই লীয়র—

"Who is it that can tell me?
Who I am?"[১৫]

সন্তানের কৃতঘ্নতায় উভয় চরিত্রই চূড়ান্ত হৃদয় বিদারক মর্মযন্ত্রণার দহনে দগ্ধ হয়েছে, আর সেই অন্তর্হৃদয়ের উদ্ঘাটনে উভয় লেখকই বহিপ্রকৃতির ঝড়ঝঞ্ঝাকে চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই ঝড় উভয় চরিত্রকেই নবজন্ম দান করেছে। লীয়র ঝড়ের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন কর্ডেলিয়াকে, ক্ষমা করেছেন। সাজাহানও ঝড়ের অব্যবহিত পরেই ঔরংজীবকে ক্ষমা করে হৃদয় শীতল করেছেন। উভয় নাটকেই দেখা যায় দুই বিরাট মহীরুহের পতনের পূর্বে তাঁদের আত্মার দোসর স্বরূপ কর্ডেলিয়া ও দারা - এই দুই 'শুভ সত্তার অপচয়' হয়েছে।

আসলে দুটি নাটকের মূল পার্থক্য হল ইতিহাস। 'King Lear' যে ইতিহাস অবলম্বনে রচিত তা জনশ্রুত, Historical Myth, আর তাই ইচ্ছা অনুযায়ী লেখক চরিত্রের গভীর তলে পৌঁছে সেগুলিকে পাঠকের দরবারে জাহির করেছেন। তাই 'King Lear' সমগ্র বিশ্বে Tragic truth আর 'সাজাহান' নাটকে সবসময় দ্বিজেন্দ্রলালকে ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হয়েছে। ফলে সাজাহানের মত অনুদার, মহত্তহীন, ঐতিহাসিক মনোহর পাষণ্ডকে কখনোই লীয়রের পর্যায়ে উন্নীত করা দ্বিজেন্দ্রলালের সম্ভব হয়নি।

সবশেষে একথা বলতেই হয়, 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের, এমনকি বিশ্বসাহিত্যের 'Art for art's sake' এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, কোন নীতি, আদর্শ তত্ত্ব কথা এখানে নেই। নেই কোন যুগের হুজুগ। আর তাই সাজাহান চরিত্র কোন নির্দিষ্ট সময়, কাল, যুগের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। আর তাই বারংবার সাজাহান চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন হয়ে চলেছে এবং আগামী দিনেও হতে থাকবে। সেই ধারারই ছোট্ট সংযোজন আমার এই প্রয়াস।

সূত্রনির্দেশ :

১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'কে গায় ওই', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বঙ্কিম রচনাবলী সাহিত্যসমগ্র', তুলিকলম, কলকাতা, নূতন সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৫০।
২। রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, 'সাজাহান', 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৬৪, সপ্তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা - ২৩৫।
৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩৬।
৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩৬।
৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৫।
৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৬।
৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৭১।
৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯১।
৯। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯২।
১০। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯২।
১১। ঘোষ, অজিত কুমার, 'সাজাহান', 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২৪২।
১২। ঘোষ, নবকৃষ্ণ, 'দ্বিজেন্দ্রলাল', প্রথম সুপ্রিম সংস্করণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৬, পৃষ্ঠা - ১১৩।
১৩। রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, 'সাজাহান', 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৬৪, সপ্তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা - ২৪৬।

১৪। Shakespeare, William, 'Complete Works of Shakespeare', Oxford & JBH Publishing, New Delhi, Oxford Edition 1980, Page 1081.
১৫। Shakespeare, William, 'Complete Works of Shakespeare', Oxford & JBH Publishing, New Delhi, Oxford Edition 1980, Page 1081.